দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

03

বাংলাদেশে দু' হাজার বিদেশী ছাত্রছাত্রী কেমন চলছে তাদের শিক্ষাজীবন

তানিয়া হোসাইন

হালকা পাতলা গড়ন। হাফপ্যান্ট পরিহিতা ও টি শার্ট জড়ানো কর্সা মেয়ে ইউএ। দেখেই বোঝা যায় এখানকার নয়। নিজের হাতে করা কাজেই ইউএ'র পছন্দ। কথা হলো ওর সঙ্গে বাংলায় ডিপ্লোমা করছে। চটপট কাজ সেরে, কথার মাধুর্য ছড়িয়ে বসলেন। কেমন লাগছে এখানে জিজ্ঞেস করলে ঠোঁট ছড়িয়ে হেসে বলেন, অনেকটা ভাল। বাংলায় এখন তিনি অনেকটা সাবলীল। এখানের মানুষেরা ভাল, সহজ সরল, এখন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। তাছাড় বাংলাদেশে যখন আছি তখন তাকে ভালবাসতেই হবে, তাই না? ইউএ কথার সাথে আরও যোগ করলেন। "আমি বাংলাদেশে তিন বছর যাবৎ আছি। দু' বছর হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর এক বছর আছে তাহলে পড়া শেষ হবে।"

কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন জিজ্ঞাসা করতেই তিনি জানান, "আমার মা-বাবা এখানে থাকেন। আমার বাবা চাইনীজ কোম্পানিতে চাকরি করেন। সেই সুবাদে আসা। বাংলা ভাষা আমার ভাল লাগে। শিখতে ইচ্ছা করেছিল। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুনে ঠিক করেছি বসে না থেকে পড়াশুনা করব। এক ভাই (ছোট) চীনে থাকে। আমি হলে থাকি। হলে কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে বলেন, "তেমন অসুবিধা হয় না নিজের সব কাজ নিজে করি। খাওয়া দাওয়ার সমস্যা হয় না। আমরাও ভাত খাই। আমি নিজে চাইনীজ ফুড তৈরি করি। আমি একা রুমে থাকি। আমার যেটা ভাল লাগে সেভাবে তৈরি করি। অবসর সময়ে কি করেন জানতে চাইলে বলেন, আমি ইংরেজী ও চাইনীজ গান শুনি। বাংলা খুব কম। টিভি দেখি। বই পড়ি। ইংরেজি বেশি। বাংলা বই বেশি পড়ি। তাছাড়া ছুটি পেলেই আমি বাসায় চলে যাই। মা-বাবার সাথে সময় কাটাই। আনন্দ করি।"

বিশ্ববিদ্যালয়ে সমসাথী বলতে আছে কয়েকজন। তাই ভাল লাগে কি লাগে না এমন প্রশ্ন নেই। তবে শিক্ষকরা খুব ভাল। আমি না বুঝলেও সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন। তারা বলেন, আমি তাদের মেয়ের মতন। এটাই আমার ভাল লাগে।

বাংলাদেশে আপনার কোন সমস্যা হয় বা কোন কিছুতে খারাপ লাগে? এর উত্তরে তিনি বলেন, 'দেখুন কেউ কেউ কখনো এমন প্রশ্ন করেন যা বিব্রতকর। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমার কিছু বলা সমীচীন নয়। পড়াশুনা শেষ হলে দেশে ফিরে যাব। বাংলা ভাষা চীনে চলে। ওখানের কোম্পানি আছে যেখানে এই ভাষা চলে। অথবা রেডিওতে কাজ করার ইচ্ছা আছে। চীনে চাকরির সুযোগ বেশি। চাকরি নিয়ে চিন্তা করতে হয় না।

এখানে অপছন্দের কথা বলতে গিয়ে বলেন, "আমি লক্ষ্য করেছি ছেলেরা রাস্তার পাশে প্রস্রাব করে। এটা খুবই দৃষ্টিকটু। এ জিনিস বিশ্বের অন্য কোথাও নেই। তাছাড়া দেখেছি আমি রাস্তায় বের হলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন বানর দেখছে। আমি খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। কাজ বাদ দিয়ে অন্য কাজ করে, এটা ঠিক নয়।" হাসতে হাসতে কথাগুলো মুখ দিয়ে যেন গড়িয়ে পড়ছে। অন্যান্য বিদেশী ছাত্রীদের মত ইউএ থাকেন শামসুন্নাহার হলে। এখানে সিংগাল রুমের ব্যবস্থা আছে। সিলিং ফ্যান আছে, অন্য সুবিধা আছে। পড়াশুনার প্রতি বেশ আগ্রহ ইউএ'র।

পাশের রুমেই অবস্থান করেন ইরানী বংশদ্ভুত সুন্দরী কন্যা হোমা। বাবার আদুরে হোমা লাজুক প্রকৃতির। সবে যেন পর্দার আড়াল ভেদ করে সূর্যের আলো পায়। হোমার পুরো নাম হোমা জাদের নাসাব। বাংলা ভাষা এখনো রপ্ত করতে পারেননি। বাংলা শিখতে তার খুব কষ্ট হয়েছে। এখনও শিখছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মাসিতে অনার্স ২য় বর্ষের ছাত্রী হোমার কথা অস্পষ্ট। কিছুটা তোতলামির স্বভাবের মত। হোমা খুব হাসিখুশি। সারাটা মুখ যেন হাসলে লাল হয়। ছুটির দিনে হোমা নিজের হাতে কাজ করেন।

এত বিষয় থাকতে, নিজ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে, এখানে এলেন কেন— প্রশ্নের উত্তরে হোমা অস্পষ্ট উচ্চারণে বলেন, ইরানে সব বিষয়ে মেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ এখনো প্রসারিত হয়নি। তাছাড়া ইরান-ইরাক দীর্ঘ যুদ্ধের কারণে অনেক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। পরে আমার বাবা আমাকে এখানে পড়াবে বলে ঠিক করেছেন। প্রথমে টুরিষ্ট হয়ে এদেশে এসেছি। পরে এখানে ভর্তি হয়েছি।

মাঝে মাঝে কথা আটকে যাচ্ছিল, তবু হোমার কথা শুনতে ভাল লাগছিল। পড়াশুনায় তেমন কষ্ট হয় না। কারণ বইগুলো ইংরেজিতে। তবে শিক্ষকগণ কখনো কখনো বাংলায় ব্যাখ্যা করেন বলে সব কথা বুঝতে পারি না। হোমা ফার্সী, তুর্কী, আরবী, বাংলা ও ইংরেজি লিখতে ও বলতে পারেন। ফার্সী ইরানের মাতৃভাষা হওয়াতে হোমার সুবিধা হয়েছে। হোমা বলতে শুরু করলেন আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের পনে বসে গল্প করতে কখনও দেখা যাবে না। চিন্তাও করা যায় না। ওখানে কেউ চুরি করে না। চুরি করলে কঠোর শাস্তি আছে।

বিয়ের ব্যাপারে কিছু ভাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে লজ্জা পেয়ে হোমা মুখ নিচু করে রাখেন। বলেন আমার বাবা আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু এবং একমাত্র 'বয়ফ্রেন্ড'। বাবার ইচ্ছা অনুযায়ী সব হবে। এখানে ছেলেদের বুদ্ধি বেশি। সাহস বেশি। ওরা অনেক বুঝে। ওখানের ছেলেরা বোকা। তবে প্রেম নিবেদন করে। আমি এড়িয়ে যাই।

হোমা বাংলা গান পছন্দ করেন। গুনগুনিয়ে গেয়ে শোনালেন। 'যেটুকু সময় তুমি থাক পাশে, মনে হয় এদেহে প্রাণ আছে। বাকিটা সময় যেন মরণ আমার, চারিপাশে সবই আধার'। গলা সুন্দর না হলেও শুনতে খারাপ লাগে না।

নিরহংকারী, কর্তব্যপরায়ণ ও ধৈর্যের অধিকারী মিষ্টি মেয়ে হোমা বলেন, একবার আমার খুব জ্বর হয়েছিল। তখন বাবা ফোন করেছিলেন। আমি ফোনে খুব কেঁদেছিলাম। আমার পাশে বাবা নেই। সেটা মনে হলে এখনও কষ্ট পাই। খারাপ লাগে। এখন জ্বর হলে বাবাকে বলি না। কারণ তিনি চিন্তা করবেন, কষ্ট পাবেন।

মিঃ নাকামুরার সাথে কথা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউটে। তিনি একজন জাপানী। এখানে জাপানী ভাষা বিভাগের শিক্ষক। শিগ্‌গির দেশে ফেরার কথা। দু' বছরের চুক্তির ভিত্তিতে তিনি এখানে এসেছেন। চুক্তি শেষ, এখন দেশে ফেরার সময়। দু' একটা বাংলা ছাড়া নাকামুরা সমস্ত কথা ইংরেজিতে বলেন। বাংলা কিছু কিছু বোঝেন। এই ভাষা জানেন না, বলেন তার অসুবিধা হয়। বাসায় একজন শিক্ষকের কাছে বাংলা শেখেন। মিঃ নাকামুরা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাসস্থানের তেমন সুযোগ নেই। এরা অনেকেই ভাড়া বাসায় থাকেন। এদিকটা লক্ষ্য রাখলে ভাল হয়। এদেশের লিচু, আম, পেয়ারা তার পছন্দ। খুব খারাপ লাগত যখন পোস্ট অফিসে চিঠি পোস্ট করতে যেতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সত্যিই বিরক্তিকর।

আবার বাংলাদেশে আসতে চান কিনা জিজ্ঞাসা করলে বলেন, না চাই না। কারণ আমি চাই, অন্য দেশে যেয়ে আমার অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি ঘটাই। সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে মাষ্টার্স করেছেন নাকামুরা। তিনি বলেন, এখানে জাপানী ভাষার ভবিষ্যৎ তেমন উজ্জ্বল নয়। কারণ এখানে জাপানী কোম্পানি নেই বললেই চলে। ছেলেরা ভাষা শিখে মূলত জাপানে যাবার ইচ্ছায়। কিন্তু জাপানে যাওয়া এখন খুবই কষ্টসাধ্য। তাই কতটা কাজে আসবে বলা মুশকিল। তবে ছেলে/মেয়েদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ দেখেছি। সেটা আমার ভাল লেগেছে।

স্বল্পভাষী নাকামুরা রিকশা পছন্দ করেন না। আবাহওয়াটা যেন তার মনের মত নয়। তবে দেশে ফেরার আনন্দ এখন তার চোখেমুখে।

আলাপ হল শামসুন্নাহার হলের আরেক বিদেশিনী নেপালী কন্যা শিখার সঙ্গে। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, বেশভূষায় সাধারণ, সারল্য চোখে মুখে। শিখা সদা হাস্যময়ী। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে বালাদেশে এসে খুব সহজেই আয়ত্ত করতে পেরেছেন এই বিদেশী ভাষাকে। জড়ানো, টেনে টেনে বলা বাংলায় শিখা বলেন, নেপালে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মাসী বিভাগ নেই। নেপালী অনেক ছেলেমেয়ে এখানে আসেন উচ্চ শিক্ষার জন্য। একমাত্র ভাই নেপাল পড়ে। শিখার ইচ্ছা এখান থেকে এমএসসি করবেন। শিখা জানান, খাওয়ার সমস্যা আছে। আমি নিরামিষ ভোজী। মাছ মাংস খুব কম খাই। তবে এখানে ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেল আছে। সেখানে আমার পরিচিত বন্ধুরা আছেন। ওরা দু' বেলা খাবার পাঠায়। কখনো কখনো তিনি নিজে রান্না করেন। সকালের নাস্তায় তেমন অসুবিধা হয় না। শিখা তার কথার সাথে যোগ করেন, সালোয়ার-কামিজ পরতে ভাল লাগে। এর মধ্যে কি নেপালে গিয়েছিলেন? প্রশ্নের উত্তর দেন 'একবার গিয়েছিলাম'। প্রথম প্রথম খারাপ লাগত। এখনো ক্লাসের পড়া বুঝতে কিছুটা অসুবিধা হয়। সহপাঠীদের সম্বন্ধে মন্তব্য উত্তম।

বাংলাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও এর এফিলিয়েটেড ইনস্টিটিউশনগুলোতে আছেন ২ হাজার। শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার (বার্মা), নেপাল, চীন, ইরান, পাকিস্তান, প্যালেস্টাইন থেকেই এসেছেন অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ, আইপিজি-এমআর (পিজি হাসপাতাল) এ এরা পড়ছেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, সিলেট মেডিক্যাল কলেজ ও সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ বৃটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিলের এফিলিয়েশন পাওয়ায় বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এর গুরুত্ব বেড়েছে।

পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে ছাত্রছাত্রীদের কেউ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডেও অংশ নেয়।

সৌজন্যে— ডেভপ্রেস ফিচার, এডাব